তারিখ 2/2/80
পৃষ্ঠা... কলাম...

এক মাসের মধ্যেই যে থানায় নিরক্ষর লোক থাকবে না

(জিয়াউদ্দীন আহমদ প্রেরিত)

কিশোরগঞ্জ, ৩০শে জানুয়ারী।— আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে কিশোরগঞ্জ থানাকে নিরক্ষরতা মুক্ত করার এক ব্যাপক এবং উৎসাহ ব্যঞ্জক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১৭ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি কিশোরগঞ্জ আজিমুদ্দীন স্কুলে স্বনির্ভর সম্মেলনে কিশোরগঞ্জকে নিরক্ষরতা মুক্ত করে তার বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায় সম্পন্ন করার যে আহবান জানিয়েছিলেন, তারই প্রেক্ষিতে কিশোরগঞ্জ থানার ১১টি ইউনিয়নে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, তা গত ২৮শে জানুয়ারী থেকে কার্যকর করা হচ্ছে। আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে এই থানায় কোন নিরক্ষর লোক থাকবে না এই লক্ষ্য সামনে রেখেই এই কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে।

গ্রাম সরকারের সহায়তায় প্রতিটি গ্রামের ৬ বছর থেকে ১৫ বছর বয়সের বালক বালিকা এবং বয়স্ক নিরক্ষর পুরুষ ও মহিলার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এই তালিকা অনুযায়ী প্রতিটি ছেলেমেয়েকে বাধ্যতামূলকভাবে নিকটস্থ উচ্চ বিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় প্রেরণ করা হবে। যেখানে স্কুল মাদ্রাসা কিছুই নেই সেখানে মসজিদের ইমাম নিরক্ষরদের শিক্ষাদান করবেন।

কর্মসূচী অনুযায়ী স্কুল, মাদ্রাসার নির্ধারিত কার্যক্রমের অতিরিক্ত সকাল ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত নিরক্ষর বালক বালিকাদের এবং বিকাল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত বয়স্ক পুরুষ এবং মহিলাদের অক্ষরজ্ঞান দান করবেন।

এই কর্মসূচীর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য এই থানার ১১টি ইউনিয়নে ৩ জন কলেজ অধ্যাপক ও ৮ জন জেলা পর্যায়ের অফিসার,

(৬—এর পৃঃ দ্রঃ)

এক মাসের মধ্যেই

(৭-এর কঃ পর)

৩৩টি ওয়ার্ডে ৩৩ জন মহকুমা পর্যায়ের অফিসার এবং ৯৭টি গ্রামে ৯৭ জন থানা পর্যায়ের অফিসার সার্বিক তত্ত্বাবধানে নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যবৃন্দ, স্বনির্ভর কর্মীবৃন্দ ও স্ব স্ব এলাকায় এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে সক্রিয় সহায়তা দেবেন,

প্রতি স্কুল মাদ্রাসা, ফোরকানিয়া মাদ্রাসা এবং মসজিদের ইমাম প্রতি সপ্তাহে এই কর্মসূচীর অগ্রগতির প্রতিবেদন স্ব স্ব ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট দাখিল করবেন এবং চেয়ারম্যান সেই প্রতিবেদনগুলো একত্রিত করে সার্কেল অফিসারের নিকট পেশ করবেন।

থানা শিক্ষা অফিসার ও সহঅফিসার প্রত্যেক দিন অন্তত ২টি স্কুল পরিদর্শন করে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে মহকুমা প্রশাসকের নিকট রিপোর্ট পেশ করবেন।

উল্লেখ্য যে এই থানায় মাটি ও কাঠির সাহায্যে নাম স্বাক্ষর শেখানোর যে অভিযান চালানো হয়েছিল, তা সামান্য ব্যতিক্রম বাদে পুরোপুরি সফল হয়েছে বলা যায়। এখন কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর অধীনে যাঁরা কাজ করছেন, তাদের টিপসই দিয়ে আর গম নিতে হয় না। তারা রীতিমত নাম দস্তখত করেই গম গ্রহণ করছেন।